



মাকাসিদেৰ আলোকে উসূলে ফিকহেৰ পুনৰ্গঠন



প্রফেসর ড. জাসের আওদা

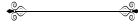
অনুবাদ

মুশফিকুর রহমান



ইসলামী চিন্তা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
معهد التفكير والبحوث الإسلامي
Institute of Islamic Thought and Research

সূচিপত্র



আমাদের কথা	০৭
অনুবাদের কথা	১৫
১. মাকাসিদের আলোকে উসূলে ফিকহের পুনর্গঠন	১৯
২. বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় তাজদীদের ভূমিকা	৫৯
৩. মাকাসিদের আলোকে কোরআন অধ্যয়নের পন্থা	৭১

আমাদের কথা

১.

উসূলে ফিকহ ইসলামের জ্ঞানতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের অন্যতম মৌলিক শাস্ত্র। কোরআন ও সুন্নাহ থেকে শরয়ী হুকুম কীভাবে নির্ণয় ও অনুধাবন করা হবে, নসের ভাষা ও তাৎপর্য কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, বিভিন্ন দলীলের মধ্যে সম্পর্ক কীভাবে নির্ধারিত হবে এবং নতুন বাস্তবতায় ইজতিহাদের পদ্ধতি কেমন হবে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এসব প্রশ্নের একটি সুসংহত পদ্ধতিগত ভিত্তি নির্মাণ করেছে উসূলে ফিকহ। এই দীর্ঘ ঐতিহ্য ছাড়া ইসলামী চিন্তা ও জ্ঞানচর্চার বিকাশকে বোঝা প্রায় অসম্ভব। তবে প্রতিটি জীবন্ত জ্ঞানশাস্ত্রের মতো উসূলে ফিকহের সামনেও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে—পরিবর্তিত বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এর পদ্ধতিগত সক্ষমতাকে কীভাবে আরও বিস্তৃত ও কার্যকর করা যায়?

এই প্রশ্ন থেকেই মাকাসিদ আশ-শরীয়াহর গুরুত্ব নতুনভাবে সামনে আসে। মাকাসিদ কোনো হুকুমের বাহ্যিক রূপ জানার মধ্যেই থেমে থাকে না; বরং জানতে চায়, সেই হুকুম কেন দেওয়া হয়েছে, এর অন্তর্নিহিত হিকমত কী, কোন মাসলাহাত প্রতিষ্ঠা করা এর উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তি, সমাজ ও মানবজীবনে এর প্রত্যাশিত ফল কী। ফলে মাকাসিদি দৃষ্টিভঙ্গি উসূলে ফিকহকে তার তুরাসী ভিত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে না; বরং হুকুম, উদ্দেশ্য, বাস্তবতা ও পরিণতির পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও সুস্পষ্ট করে এর জ্ঞানপরিসর বিস্তৃত করতে চায়। গ্রন্থটির সূচনাতেই প্রচলিত উসূলে ফিকহ ও মাকাসিদি উসূলে ফিকহের এই সম্পর্ক ও পার্থক্যকে সামনে আনা হয়েছে।

এখানে ‘পুনর্গঠন’ ধারণাটিকেও যথাযথভাবে বোঝা জরুরি। এর অর্থ অতীতের উসূলে ফিকহকে অকার্যকর ঘোষণা করা কিংবা ইসলামী জ্ঞান-ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো নতুন পদ্ধতি নির্মাণ করা নয়। বরং

অতীতের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকারকে ধারণ করেই ইসলামের চিরন্তন নীতি ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সমকালীন বাস্তবতার একটি কার্যকর সংযোগ গড়ে তোলা। কারণ বর্তমান বিশ্বের বহু প্রশ্ন এমন রূপ নিয়েছে, যা পূর্ববর্তী যুগে একই কাঠামোয় উপস্থিত ছিলো না। প্রযুক্তি, অর্থনীতি, পরিবেশ, রাষ্ট্র, সমাজ ও মানবজীবনের পরিবর্তিত বাস্তবতা ইসলামী জ্ঞানচর্চার সামনে শুধু নতুন উত্তর নয়, অনেক ক্ষেত্রে নতুন প্রশ্নও হাজির করেছে। লেখকের মতে, এই বাস্তবতার সঙ্গে অর্থবহ সংলাপ গড়ে তুলতে হলে ইসলামী জ্ঞানকে কেবল অতীতের সিদ্ধান্তের পুনরাবৃত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন এমন একটি পদ্ধতি, যা ওহীর আলোকে নতুন বাস্তবতাকে বুঝতে, বিশ্লেষণ করতে এবং তার জন্য সৃজনশীল সমাধান নির্মাণ করতে সক্ষম।

২.

প্রফেসর ড. জাসের আওদার এই গ্রন্থের কেন্দ্রীয় প্রস্তাব হলো, মাকাসিদকে কেবল শরয়ী হুকুমের হিকমত অনুসন্ধানের একটি সীমিত পদ্ধতি হিসেবে না দেখে ইসলামী জ্ঞানচর্চার একটি বিস্তৃত পদ্ধতিগত ও সভ্যতাগত কাঠামো হিসেবে পুনর্বিবেচনা করা। তাঁর আলোচনায় উসূলে ফিকহ, তাজদীদ এবং কোরআন পাঠ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়; বরং একই জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রকল্পের তিনটি পরস্পরসম্পর্কিত দিক। এর কেন্দ্রে রয়েছে ওহী, আর লক্ষ্য হলো শরীয়তের চিরন্তন উদ্দেশ্যকে পরিবর্তনশীল বাস্তবতার সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত করা, যাতে ইসলামী জ্ঞান কেবল অতীতের সিদ্ধান্ত সংরক্ষণে সীমাবদ্ধ না থেকে নতুন বাস্তবতা বুঝতে, নতুন প্রশ্ন নির্মাণ করতে এবং নতুন সমাধান ও তত্ত্ব গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। এই কারণেই লেখক মাকাসিদকে ফিকহের একটি নতুন শাখা হিসেবে নয়, বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতের মানবিক, সামাজিক ও সভ্যতাগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার একটি সমন্বিত জ্ঞানগত দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে সামনে আনেন।

উসূলে ফিকহের ক্ষেত্রে এই প্রস্তাবের অর্থ তার ঐতিহ্যগত ভিত্তি পরিত্যাগ করা নয়, বরং তার পদ্ধতিগত পরিসরকে আরও বিস্তৃত করা। প্রচলিত উসূলে ফিকহ যেখানে নসের ভাষা, দলীলের সম্পর্ক, হুকুম নির্ণয় এবং ইজতিহাদের নিয়মকে গুরুত্ব দেয়, সেখানে মাকাসিদি দৃষ্টিভঙ্গি এর সঙ্গে আরও কিছু প্রশ্ন যুক্ত করে—কোনো হুকুম কেন দেওয়া হয়েছে, এর অন্তর্নিহিত হিকমত ও মাসলাহাত কী, পরিবর্তিত বাস্তবতায় এর উদ্দেশ্য কীভাবে কার্যকর হবে

এবং ব্যক্তি, সমাজ ও সভ্যতার ওপর তার পরিণতি কী। এখান থেকেই ‘কেন’ প্রশ্নটি তাঁর পদ্ধতির কেন্দ্রে আসে। এই প্রশ্ন নিছক কৌতূহল নয়; বরং হুকুমের বাহ্যিক রূপ থেকে তার উদ্দেশ্য, মূল্যবোধ ও বৃহত্তর তাৎপর্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার একটি জ্ঞানপদ্ধতি।

এই পুনর্গঠনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জ্ঞানকে খণ্ডিতভাবে না দেখা। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ব্যবস্থা বিশেষায়নের (specialization) মাধ্যমে জ্ঞানের গভীরতা বাড়ালেও বাস্তব জীবনের সমস্যা কোনো একক শাস্ত্রের সীমানা মেনে চলে না। দারিদ্র্য, পরিবেশ, প্রযুক্তি, পরিবার, স্বাস্থ্য কিংবা অর্থনৈতিক সংকটের মতো প্রশ্ন একই সঙ্গে বহু জ্ঞানক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই লেখক এমন এক আন্তঃশাস্ত্রীয় মাকাসিদি গবেষণার কথা বলেন, যেখানে বাস্তব সমস্যাকে কেন্দ্রে রেখে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন শাস্ত্রকে একত্র করা হবে এবং সেগুলোকে কোরআনী বিশ্বদৃষ্টি, কারামাতুল ইনসান, আদালত, মাসলাহাত ও অন্যান্য শরয়ী উদ্দেশ্যের আলোকে মূল্যায়ন করা হবে। তাঁর কাছে একজন গবেষকের প্রথম পরিচয় কোনো নির্দিষ্ট বিভাগের প্রতিনিধি হিসেবে নয়, বরং সত্য ও হাকীকতের অনুসন্ধানী হিসেবে।

এই জায়গা থেকেই গ্রন্থে জ্ঞানের পুনর্গঠন (Reconstruction of Knowledge)-এর প্রশ্নটি গুরুত্ব পায়। কেবল আধুনিক কোনো তত্ত্বের সঙ্গে কয়েকটি কোরআনী আয়াত বা হাদীস যুক্ত করে তাকে ‘ইসলামী’ বলে উপস্থাপন করাকে লেখক যথেষ্ট মনে করেন না। তাঁর মতে, প্রশ্ন করতে হবে জ্ঞানের মূল ধারণা, উদ্দেশ্য, বিশ্বদৃষ্টি ও পদ্ধতি কোথা থেকে আসছে। তাই প্রথমে কোরআনী বিশ্বদর্শন, মাকাসিদ আশ-শরীয়াহ, আখলাকী মূল্যবোধ ও মানবজীবনের মৌলিক নীতিকে ভিত্তি হিসেবে স্থাপন করতে হবে; এরপর বাস্তব সমস্যাকে সেই আলোকে বিশ্লেষণ করে নতুন ধারণা, তত্ত্ব ও গবেষণাকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় ইসলামী জ্ঞান-ঐতিহ্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সমসাময়িক অ-ইসলামী জ্ঞানকাঠামোর সঙ্গেও সংলাপ প্রয়োজন। তবে সেই সংলাপ আত্মসমর্পণের নয়, আবার অন্ধ প্রত্যাখ্যানেরও নয়; বরং সমালোচনামূলক পর্যালোচনা, হিকমতের আলোকে গ্রহণ-বর্জন এবং ওহীর আলোকে মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে।

তাজদীদের ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য। জাসের আওদার কাছে তাজদীদ মানে ইসলামের মৌলিক ভিত্তি ভেঙে নতুন কোনো কাঠামো নির্মাণ করা নয়;

বরং সেই ভিত্তিকে অক্ষুণ্ণ রেখে পরিবর্তিত সময়, সমাজ ও বাস্তবতার সঙ্গে তার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োগকে নবায়িত করা। এ কারণেই তিনি ফিকহের সঙ্গে জীবনদর্শন, ওরফ, সামাজিক বাস্তবতা এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কোনো ফিকহী সিদ্ধান্ত যে বাস্তবতার ওপর প্রয়োগ করা হবে, সেই বাস্তবতাকে যথাযথভাবে না বুঝলে শুধু শরয়ী দলীল জানা যথেষ্ট নয়। ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান কিংবা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক জ্ঞানক্ষেত্রের নির্ভরযোগ্য তথ্য ও গবেষণাও ফকীহের বাস্তবতা অনুধাবনের অংশ হওয়া প্রয়োজন। তাঁর মতে, শরীয়তের মৌলিক উৎস বদলায় না; বদলায় বাস্তবতা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ও উপলব্ধি। এই পরিবর্তিত উপলব্ধির যথাযথ প্রতিফলন ফিকহী বিশ্লেষণ ও প্রয়োগে ঘটাই তাজদীদের অন্যতম শর্ত।

কোরআন পাঠের ক্ষেত্রেও মাকাসিদি দৃষ্টিভঙ্গি একই পুনর্গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে। লেখক কোরআনকে বিচ্ছিন্ন আয়াত, শব্দ কিংবা কিছু ছকুমের সমষ্টি হিসেবে পাঠ করার পরিবর্তে একটি সমন্বিত জ্ঞানকাঠামো হিসেবে পড়ার কথা বলেন। এখানে খণ্ডিত পাঠ, পূর্বনির্ধারিত তত্ত্ব কোরআনের ওপর চাপিয়ে দেওয়া, কিংবা আধুনিক কোনো ধারণার সমর্থন কোরআনের মধ্যে খুঁজে বের করার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তার বদলে অনুসন্ধান করতে হবে কোরআনের নিজস্ব উদ্দেশ্য, ধারণা, মূল্যবোধ, সুনান, মানবগোষ্ঠী, যুক্তি এবং করণীয়-বর্জনীয় নির্দেশনার পারস্পরিক সম্পর্ক। ‘আল-মাল’, ‘ইলম’, ‘মানুষ’, ‘আদালত’, ‘রহমত’ কিংবা ‘উম্মাহ’র মতো ধারণাগুলোকে কেবল অভিধানগত অর্থে নয়, কোরআনী বিশ্বদৃষ্টির মধ্যে তাদের অবস্থান ও সম্পর্কের আলোকে বুঝতে হবে।

এই পাঠপদ্ধতির লক্ষ্য শুধু কোরআনের অর্থ বোঝা নয়, সেখান থেকে নতুন জ্ঞান নির্মাণের সম্ভাবনাও উন্মুক্ত করা। একজন অর্থনীতিবিদ কোরআনের সম্পদ-ধারণাকে সামনে রেখে অর্থনৈতিক তত্ত্ব পুনর্বিবেচনা করতে পারেন, একজন স্থপতি মানুষ, সৌন্দর্য ও বসবাসের কোরআনী ধারণার আলোকে নিজের শাস্ত্রকে নতুনভাবে দেখতে পারেন, আবার দারিদ্র্য, শিক্ষা কিংবা পরিবেশের মতো কোনো বাস্তব সমস্যাকে পুরো কোরআনের আলোকে ঘটনাভিত্তিকভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ, কোরআন পাঠ এখানে কেবল তাফসীরের জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া নয়; বরং ধারণা পুনর্গঠন, তত্ত্ব নির্মাণ এবং বর্তমান বাস্তবতাকে নতুনভাবে বোঝারও একটি পথ। এ

কারণেই লেখক কোরআনকে একটি জীবন্ত জ্ঞানের উৎস হিসেবে দেখেন, যার কাছে নতুন অভিজ্ঞতা ও নতুন প্রশ্ন নিয়ে বারবার ফিরে আসার মাধ্যমে মানুষের উপলব্ধি আরও গভীর ও পরিণত হয়।

ফলে পুরো আলোচনায় মাকাসিদ তিনটি বড় কাজকে একসূত্রে যুক্ত করে। এটি উসূলে ফিকহকে উদ্দেশ্য, বাস্তবতা ও পরিণতির প্রশ্নের সঙ্গে নতুনভাবে সংযুক্ত করে; তাজদীদের মাধ্যমে পরিবর্তিত বিশ্বে ফিকহ ও ইসলামী জ্ঞানের কার্যকারিতা নবায়নের পথ দেখায়; এবং কোরআন পাঠকে এমন একটি সমন্বিত জ্ঞানপদ্ধতিতে রূপ দেয়, যেখান থেকে নতুন ধারণা, তত্ত্ব ও দিকনির্দেশনা নির্মাণ করা সম্ভব। এই অর্থে গ্রন্থটি শুধু উসূলে ফিকহের পুনর্গঠন নিয়ে আলোচনা নয়; বরং ওহীকে কেন্দ্রে রেখে ইসলামী জ্ঞান, গবেষণা, তাজদীদ এবং সভ্যতাগত পুনর্গঠনের একটি বিস্তৃত পদ্ধতিগত প্রস্তাবনা।

৩.

এই গ্রন্থের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিকগুলোর একটি হলো, এটি ইসলামী জ্ঞানচর্চাকে অতীত ও বর্তমানের একটি সরল দ্বন্দ্বের মধ্যে বন্দী করে না। লেখকের কাছে ঐতিহ্য মানে অতীতের প্রতিটি প্রয়োগকে অপরিবর্তনীয় করে রাখা নয়, আবার সমকালীনতা মানেও আধুনিকতার প্রতিটি ধারণাকে স্বতঃসিদ্ধ মেনে নেওয়া নয়। মাকাসিদ চিন্তা উভয় ক্ষেত্রেই ক্রিটিক্যাল ও সৃজনশীল। একদিকে এটি ইসলামী তুরাসের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক বজায় রাখে, অন্যদিকে প্রতিটি নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে ওহীর চিরন্তন উদ্দেশ্যকে নতুনভাবে অনুধাবন ও প্রয়োগের আহ্বান জানায়। এই গতিশীলতাই মাকাসিদকে নিছক একটি ব্যাখ্যামূলক শাস্ত্র থেকে বৃহত্তর জ্ঞানতাত্ত্বিক ও সভ্যতাগত প্রকল্পে উন্নীত করে।

আজকের জ্ঞানব্যবস্থার বড় সংকটগুলোর একটি হলো বিচ্ছিন্নতা। জ্ঞান যত বিশেষায়িত হয়েছে, বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে দূরত্বও অনেক ক্ষেত্রে তত বেড়েছে। অথচ মানুষের বাস্তব জীবন, সমাজ কিংবা সভ্যতার কোনো বড় প্রশ্নই এত বিচ্ছিন্ন নয়। এই প্রেক্ষাপটে বইটি এমন এক জ্ঞানকাঠামোর কথা বলে, যেখানে বিশেষায়ন থাকবে, কিন্তু তা বৃহত্তর মানবিক, আখলাকী ও সভ্যতাগত উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। জ্ঞান তখন কেবল তথ্য উৎপাদন কিংবা পেশাগত দক্ষতার মাধ্যম থাকবে না; বরং আদালত, কারামাতুল

ইনসান (মানবমর্যাদা), মাসলাহাত প্রতিষ্ঠার দায়িত্বের সঙ্গেও যুক্ত হবে। গ্রন্থের শেষভাগে শিক্ষা, গবেষণা ও জ্ঞানচর্চার ভবিষ্যৎ নিয়ে যে আলোচনা এসেছে, তা এই বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষাকেই স্পষ্ট করে।

এই কারণে মাকাসিদের আলোকে উসূলে ফিকহের পুনর্গঠন শুধু উসূলে ফিকহের শিক্ষার্থী বা মাকাসিদ নিয়ে গবেষণাকারীদের জন্যই প্রাসঙ্গিক নয়। ইসলামী জ্ঞান কীভাবে সমকালীন বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে, মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসর কীভাবে নিজের ধারণাগত কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার করবে এবং ওহীর ভিত্তিতে ভবিষ্যতমুখী জ্ঞান ও সভ্যতা নির্মাণের কাজ কীভাবে এগোতে পারে—এই বৃহত্তর প্রশ্নে আগ্রহী পাঠকের জন্যও বইটি গুরুত্বপূর্ণ। পুনর্গঠনের আলোচনাটি তাই একটি শাস্ত্রের অভ্যন্তরীণ সংস্কারের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ থাকে না; শেষ পর্যন্ত তা ইসলামী জ্ঞানচর্চার পদ্ধতি, ভাষা, লক্ষ্য ও দায়িত্ব পুনর্বিবেচনার আহ্বানে পরিণত হয়।

উসূল ও মাকাসিদ ইসলামী চিন্তা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের কাজের অন্যতম মৌলিক ক্ষেত্র। বাংলা ভাষায় এই দুই ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ ও সমকালীন বুদ্ধিবৃত্তিক কাজগুলোকে পরিচিত করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই আমরা মাকাসিদের আলোকে উসূলে ফিকহের পুনর্গঠন গ্রন্থটি প্রকাশ করছি। গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন তরুণ গবেষক ও অনুবাদক মুশফিকুর রহমান। ইতিপূর্বে তাঁর অনুবাদে মানুষ ও প্রকৃতি: আধুনিক মানুষের আধ্যাত্মিক সংকট গ্রন্থটি প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এবার তাঁর অনুবাদে বাংলা ভাষায় যুক্ত হচ্ছে উসূল ও মাকাসিদ নিয়ে সমকালীন ইসলামী চিন্তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

আমরা আশা করি, মাকাসিদের আলোকে উসূলে ফিকহের পুনর্গঠন পাঠকের কাছে শুধু উসূলে ফিকহ ও মাকাসিদের সম্পর্ক বোঝার একটি গ্রন্থ হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং ওহী, বাস্তবতা ও জ্ঞানচর্চার পারস্পরিক সম্পর্ককে কীভাবে নতুনভাবে দেখা যায়, সমকালীন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে ইসলামী জ্ঞানতাত্ত্বিক ঐতিহ্য থেকে কীভাবে সৃজনশীল মেথড নির্মাণ করা যায় এবং ভবিষ্যতের ইসলামী জ্ঞানচর্চা কোন পথে অগ্রসর হতে পারে—এসব প্রশ্নেও গভীরতর চিন্তার সূত্র তৈরি করবে। বিশেষত উসূল, মাকাসিদ, ইসলামী চিন্তা ও জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে যারা অধ্যয়ন ও গবেষণা করছেন, তাঁদের জন্য গ্রন্থটি আরও বিস্তৃত অনুসন্ধানের একটি কার্যকর প্রবেশপথ হয়ে উঠবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

অনুবাদ, সম্পাদনা কিংবা পরিভাষার ব্যবহারে কোনো ভ্রুটি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবহিত করার অনুরোধ রইলো। পরবর্তী সংস্করণে সেসব সংশোধন ও পরিমার্জনের সুযোগ আমাদের কাজকে আরও সমৃদ্ধ করবে। মহান আল্লাহ এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, জ্ঞানকে আমাদের জন্য কল্যাণকর করুন এবং ইসলামী জ্ঞানতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক বজায় রেখে বর্তমানের বাস্তবতা অনুধাবন ও ভবিষ্যতের জন্য সৃজনশীল জ্ঞানকাঠামো নির্মাণের তাওফীক দান করুন। আমীন।

সাঈদ মুসান্না

অক্টোবর, ২০২৬

উত্তরা, ঢাকা

মাকাসিদের আলোকে উসূলে ফিকহের পুনর্গঠন

ইসলামী জ্ঞানের ইতিহাসে মাকাসিদ বা শরীয়তের উদ্দেশ্যভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি একটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাপদ্ধতির নাম। শরীয়তের কোন বিধান হালাল আর কোনটি হারাম-মাকাসিদ কেবল এই প্রশ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং আরও গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান করে, কোনো বিধান কেন হালাল করা হয়েছে কিংবা কেন হারাম করা হয়েছে, এর পেছনে কী উদ্দেশ্য ও হিকমত নিহিত রয়েছে, মানুষের জীবনে শরীয়ত এর মাধ্যমে কী ধরনের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং মহান আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এর অন্তর্নিহিত বার্তাই বা কী। অর্থাৎ, মাকাসিদ আমাদেরকে শরীয়তের কোনো হুকুম কেবল বাহ্যিকভাবে দেখে প্রশ্নহীনভাবে মেনে নেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে উৎসাহিত করে না। বরং সেই হুকুমের পেছনে থাকা মাকসাদ, হিকমত ও মাসলাহাতকে অনুধাবন করতে শেখায়। মহান আল্লাহর দেওয়া বিধিনিষেধের কারণ ও তাৎপর্য যত গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়, সেই বিধান পালনও তত বেশি সচেতন, অর্থবহ ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে।

এ কারণেই মাকাসিদকে বুঝতে হলে শুধুমাত্র আলাদা আলাদা কিছু হুকুম জানাই যথেষ্ট নয়; বরং এর জন্য ইসলামী সভ্যতার সামগ্রিক জ্ঞানব্যবস্থাকেও গভীরভাবে বোঝা প্রয়োজন। সন্দেহাতীতভাবেই ইসলামী শরীয়ত কোনো বিচ্ছিন্ন হুকুম-আহকামের সমষ্টি নয়। বরং বিশ্বাস, আখলাক, আইন, সমাজ, মানুষ ও জীবনের বহুমাত্রিক দিককে একটি বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে দেখার পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গির নামই ইসলাম। তাই মাকাসিদ নিয়ে আলোচনা করতে হলেও এই সামগ্রিকতার বিষয়টি সামনে রাখা জরুরি।

এই আলোচনায় আমরা মাকাসিদকে উসূলে ফিকহের আলোকে বোঝার চেষ্টা করবো। কারণ মাকাসিদ ও উসূলে ফিকহের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন

করতে হলে প্রচলিত উসূলে ফিকহের সঙ্গে মাকাসিদভিত্তিক উসূলে ফিকহের একটি তুলনামূলক পাঠ বিশেষভাবে প্রয়োজন। এই তুলনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো, উভয়ের মধ্যে কোথায় সাদৃশ্য, কোথায় পার্থক্য রয়েছে এবং মাকাসিদি দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে উসূলে ফিকহের জ্ঞানপরিসরকে আরও বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ করেছে।

বর্তমানে প্রচলিত উসূলে ফিকহের কাঠামো মূলত বিভিন্ন মাজহাবের ফিকহী ঐতিহ্য, নস ব্যাখ্যার পদ্ধতি এবং শরয়ী হুকুম নির্ণয়ের মূলনীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে, ‘উসূলুল ফিকহ আল-মাকাসিদি’ তুলনামূলকভাবে আরও বিস্তৃত একটি দৃষ্টিভঙ্গি সামনে আনে। এখানে কেবল কোনো হুকুম কীভাবে নির্ণীত হলো, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং সেই হুকুমের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কী, মানবজীবন ও সমাজে তা কী ধরনের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং বাস্তবতার মধ্যে সেই উদ্দেশ্য কীভাবে কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে—এসব প্রশ্নও সমান গুরুত্ব পায়।

তবে এই পার্থক্যকে শুধু আলোচনার পরিসরের পার্থক্য হিসেবে দেখলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মূল পার্থক্যটি নিহিত রয়েছে চিন্তার পদ্ধতিতেও। অর্থাৎ, শুধু কী বলা হয়েছে তা নয়; কেন বলা হয়েছে, কোন উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী, মাকাসিদি দৃষ্টিভঙ্গি এসব প্রশ্নকেও সামনে নিয়ে আসে।

তাই মাকাসিদ নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন।—

- শরীয়তের কোনো নির্দিষ্ট হুকুমের সঙ্গে তার উদ্দেশ্যের সম্পর্ক কী?
- উসূলে ফিকহ সেই হুকুম নির্ণয় ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোন দলীল, নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করে?
- মাকাসিদি দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে নতুন কোন মাত্রা যুক্ত করে?
- পরিবর্তনশীল বাস্তবতার সঙ্গে শরীয়তের হুকুম-আহকামের সম্পর্কই বা কীভাবে নির্ধারিত হবে?

এসব প্রশ্নকে সামনে রেখেই আমরা ধীরে ধীরে মাকাসিদের আলোকে উসূলে ফিকহের পুনর্গঠনের ধারণা ও তার বৈশিষ্ট্যগুলো অনুধাবনের চেষ্টা করবো।